আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়: রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ-৫

১. রাসূল (স:) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, হজ্জ্ব পালনকালে তাকে অনুসরণ করতে। তিনি বলেছেন, হজ্জ্বের নিয়ম কানুন, রীতিনীতি আমার কাছ থেকে শিখে নাও, এ বছরের পর আমি আবার হজ্জ্ব পালন করতে নাও পারি। (মুসলিম ১২৯৭)

২. রাসূল (স:) কোনো ভালো খাবার খেতে উপেক্ষা (reject) করতেন না। খাবারে ত্রুটি তালাশ করা থেকে তিনি বিরত থাকতেন। খাবার পছন্দনীয় হলে তিনি খেতেন অপছন্দনীয় হলে রেখে দিতেন। (বুখারী ৩৫৬৩, মুসলিম ২০৬৪)

৩. মাস চলে যেত তার ঘরের চুলায় আগুন জ্বলতো না (অর্থাৎ অভাবের কারণে কোনো খাবার রান্না হতো না)। (বুখারী ২৫৬৭, মুসলিম ২৯)

৪. খাবার শুরু করার আগে তিনি "বিসমিল্লাহ" বলতেন এবং দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য খাবার ও পানীয়ের ব্যবস্থা করেছেন, আপনি আমাদের ক্ষুধা-তৃ°ঞার প্রয়োজন মিটিয়েছেন। আপনি আমাদেরকে হেদায়েত করেছেন এবং জীবন দান করেছেন। আপনার দানের প্রশংসা করছি, যা আপনি আমাদের দিয়েছেন। (আহমেদ ১৬১৫৯)

৫. কারো বাড়িতে দাওয়াত খেতে গেলে রাসূল (স:) খাওয়ার পর ফেরার আগে, দাওয়াতদানকারী ব্যাক্তি ও পরিবারের জন্য দোয়া করতেন। (মুসলিম ২ ০৪২)

৬. রাসূল (স:) সবার সাথে খাবার খেতেন, তিনি কোনো উদ্ধত্য (proud) প্রকাশ করতেন না যে, তিনি শুধু উঁচু স্তরের লোকদের সাথে খাবার খাবেন। অল্পবয়স্ক, বেশি বয়স্ক, স্বাধীন, দাস, বেদুইন এবং মদীনাবাসীদের সাথে তিনি একত্রে খাবার খেতেন। (যাদ আল মায়াদ ১৪৭/১)

৭. রাসূল (স:) ডান কাত হয়ে নিদ্রা যেতেন, কখনও ভরা পেটে, কখনও খালি পেটে নিদ্রা যাবার সময় আল্লাহকে স্মরণ করতেন। এবং মাথার নিচে হাত রেখে দোয়া করতেন হে আল্লাহ! বিচারের দিনের আযাব থেকে আমাকে এবং আপনার বান্দাদেরকে রক্ষা করুন। (তিরমিযী ৩৩৯)

৮. রাসূল (স:) সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করতেন, ভয় ও আশা নিয়ে আল্লাহকে ডাকতেন। তিনি কখনো তোশকের উপর, কখনো মাটির উপর, কখনো মাদুরের উপর ঘুমাতেন। (যাদ আল মায়াদ ২৬৪/৪, ১৫৫/১)

৯. রাসূল (স:) বেশি কথা বলতেন না। তিনি ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে কথা বলতেন, তিনি অতি দ্রুত কথা বলতেন না। কখনও কখনও তিনি লোকদের বোঝার সুবিধার্থে কোনো কোনো কথা তিন বার বলতেন এবং কাউকে অভিবাদনও তিন বার করতেন। তিনি অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না। (বুখারী ৯৪)

১০. রাসূল (স:) অট্টহাসি দিতেন না, তার হাসি ছিল স্মিত (smile)। মজাদার (funny), বিস্ময়কর (amazing) কথায় তিনি হেসে দিতেন। তার হাসার সময় সামনের দাঁত (molars) শুধু দেখা যেত। (যাদ আল মায়াদ ১/১৮২)

১১. রাসূল (স:) হাউমাউ করে কাঁদতেন না। কাদার সময় তার চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে আসতো এবং বক্ষের মধ্যে শব্দ শোনা যেত। রাসূল (স:) ছেলে ইব্রাহিমের ইন্তেকালে তিনি ভালোবাসার বসে কেঁদেছিলেন এবং তার এক মেয়ের মৃত্যুর সময় কেঁদেছিলেন। (আহমেদ ২১২৭২)

১২. আব্দুল্লা ইবনে মাসুদ (রা:) আর সূরা ৩ নিশার তেলাওয়াত শুনে রাসূল (স:) কেঁদেছিলেন। (বুখারী ৪৫৮২, মুসলিম ৮০০)

১৩. ওসমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইন্তেকালে রাসূল (স:) কেঁদেছিলেন। চন্দ্র গ্রহণের সালাত পড়াতে রাসূল (স:) কেঁদেছিলেন। তার কন্যার কবরের পাশে বসে তিনি রাসূল (স:) কেঁদেছিলেন। তিনি রাতের সালাতে কাদতেঁন। (যাদ আল মায়াদ ১/১৮৩)

প্রিয় ভাই বোনেরা, আমাদের নিরন্তর চেষ্টা করা উচিত আল্লাহর ইবাদাত করা ও রাসূল (স:) এর অনুসরণ করা।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/